কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানি আপীল এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন

এবং

মাননীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০২২ সালের এসএ ১৩৩

সহ

সি এ এন ২০২২ এর ১

এবং

২০২২ সালের সি এ এন ২

এস. কে. সাইফুদ্দিন এবং আরেকজন

-বনাম-

এস. কে. নুরুল হুদা

আপিলকারীদের জন্যঃ **শ্রী আবির লাল চক্রবর্তী, উকিল**

এস. কে. হেদায়তুল্লা, উকিল

রায়ঃ **১৭.১০.২০২৩**

বিচারপতি ,প্রসেনজিৎ বিশ্বাস -

১. নিচের উভয় আদালত আপিলকারী/বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলার রায় দিয়েছেন।

২. মামলার সম্পত্তির বিভাজনের জন্য আবেদনকারী আপিলকারী/বিবাদীদের বিরুদ্ধে বাদীরা মামলাটি দায়ের করেছেন। এটি দ্বারা বলা হয়েছে

বাদীর দাবি, তারা ৯/২০ ভাগের মালিক এবং বাকি অংশ বিবাদীদের এবং তারা যৌথভাবে একই অংশের মালিক। মামলার পুরো সম্পত্তি মহিরউদ্দিন শেখের ছিল এবং তার মৃত্যুর পর মোহাম্মদীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারে তার এক ছেলে আব্দুল হাই এবং তিন মেয়ে জমিলা, রহিমা এবং রামিচা সম্পত্তির অংশ পেয়েছিলেন। মহিরউদ্দিন শেখের তিন মেয়ের মধ্যে একজন রহিমা উইলবিহীন অবস্থায় মারা যান এবং তার অংশ তার একমাত্র মেয়ে মাশকুরা বিবির কাছে চলে যায় এবং বাকি অংশ তার ভাই আব্দুল হাইয়ের কাছে চলে যায়। তদনুসারে, আব্দুল হাই ১/২৮ ভাগের মালিক হন এবং তার দুই বোন ১/৪৮ ভাগের মালিক হন। এরপর, আব্দুল হাই ১৯.১১.১৯৫৮ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ অংশ পাঁচকোরি দাসের কাছে হস্তান্তর করেন এবং ফলস্বরূপ, পাঁচকোরি ২৬.০৬.১৯৮০ তারিখে মামলার সম্পত্তিতে তার ক্রয়কৃত অংশ সাহিলা বিবির কাছে বিক্রি করে দেন, যিনি আবার ১৮.১২.১৯৯১ তারিখে বাদীর কাছে তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। বাদীর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য যে, জমিলা বিবি এবং মাসকুরা বিবি, যাদের মামলার সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৯/১৪ এবং ১/১০ ভাগ শেয়ার ছিল, তারা হাসনাহারা বেগমের কাছে বিক্রি করেন, যিনি পালাক্রমে তার সম্পূর্ণ অংশ বিবাদী নং ২-এর কাছে বিক্রি করেন এবং একইভাবে রামিচা বিবি তার ৯/৪৮ ভাগ অংশ বিবাদী নং ১-এর কাছে বিক্রি করেন।

৩. বাদীর মামলা অনুসারে, তিনি মামলার সম্পত্তির ৯/২৮ ভাগের মালিক হন এবং আসামীদের মামলার সম্পত্তিতে ১১/২৮ ভাগ থাকে এবং তারা যৌথভাবে একই অংশের মালিক। বাদীর যুক্তি অনুসারে, আর.এস. এবং এল.আর.আর. ভুল এবং যেহেতু বাদীর মামলার সম্পত্তিতে যৌথভাবে তার অংশ দখল করতে অসুবিধা হচ্ছে এবং আসামীরা তফসিল সম্পত্তি তৈরি করতে রাজি ছিল না

তাই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে, তিনি উপরে উল্লিখিত অংশের ক্ষেত্রে মামলার সম্পত্তিকে তাদের ভাগের পরিমাণ এবং সীমা অনুসারে ভাগ করার জন্য আবেদন করে আদালতের দরজায় কড়া নাড়লেন। আসামী/আপিলকারীরা এই যুক্তিতে মামলাটি প্রতিহত করেছিলেন যে মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই আব্দুল হাই এবং তার তিন বোনের মধ্যে মৌখিকভাবে বন্টন করা হয়েছিল এবং এই মৌখিক বন্টনের মাধ্যমে, জামিলা বিবি এবং রামিচা বিবি মামলার সম্পত্তিতে ৮ আনা করে ভাগ পেয়েছিলেন এবং তাই, তাদের মধ্যে কোনও সহ-অংশীদারিত্বের অস্তিত্ব নেই। আসামী/আপিলকারীরা বলেছেন যে জামিলা বিবি ১৫.০৬.১৯৭২ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে হাশনাহারা বেগমকে ১৫ $^{৫}/_{৮}$ দশমিক জমি বিক্রি করেছিলেন। বিবাদীর সুনির্দিষ্ট মামলা হলো, মামলার সম্পত্তিতে রহিমা বিবি, তার মেয়ে মাশকুরা এবং আব্দুল হাইয়ের কোনও অংশ ছিল না এবং তাই আব্দুল হাই কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিল পাঁচকোরি দাসের নামে কোনও মালিকানা প্রদান করা হয়নি এবং ফলস্বরূপ, সাহিলা বিবির পক্ষে সম্পাদিত কোনও মালিকানা প্রদান করা হয়নি এবং একইভাবে সাহিলা বিবি থেকে বাদীর নামে কোনও মালিকানা প্রদান করা হয়নি। বিবাদী/আপিলকারীরা এই সত্যের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে পাঁচকোরি, হাসনাহারা বেগম, সাহিলা বিবি এবং বাদীর দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পত্তি সবই বাতিল, অবৈধ, প্রতারণামূলক এবং চক্রান্তমূলক এবং এর উপর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং সেই সম্পত্তি যাই হোক না কেন, ক্রেতাদের কাছে কোনও মালিকানা হস্তান্তর করা হয়নি।

৪. শুনানির সময় আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের সামনে দাখিল করেন যে, মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার জন্য বাদী/প্রতিবাদীর কোনও অধিকার নেই, কারণ সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে

মূল মালিক মাহিরুদ্দিন শেখের আইনি প্রতিনিধিরা মৌখিকভাবে। সুতরাং, বাদী এবং বিবাদীদের মধ্যে সহ-অংশীদারিত্বের কোনও অস্তিত্ব নেই।

৫. কোনও ব্যক্তি যদি কোনও সম্পত্তির কোনও অংশে মালিকানা অর্জন করতে পারেন, যদি তা কোনও বিভাজনে তার অংশে পড়ে থাকে। যদি বিভাজনটি কোনও আদালতের ডিক্রি বা লিখিত নথির মাধ্যমে হয়, তবে ক্ষেত্রমত, দলিলের ডিক্রি দাখিল করা, স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় অনেক দূর এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে, যদি বিভাজনটি মৌখিক হয়, তবে এটি প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। এই ধরণের প্রমাণের মধ্যে থাকতে পারে সেই ব্যক্তিদের জবানবন্দি, যাদের শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছিল বা যারা বিভাজনের সাথে পরিচিত ছিলেন বা বিভাজন প্রতিফলিত করে এমন রাজস্ব রেকর্ড।

৬. তাৎক্ষণিক মামলায়, আব্দুল হাই এবং তার তিন বোনের মধ্যে মামলার সম্পত্তি ইতিমধ্যেই মৌখিকভাবে বণ্টন করা হয়েছে এবং এই বণ্টনের মাধ্যমে জামিলা বিবি এবং রহিমা বিবি মামলার সম্পত্তিতে ৮ আনা করে ভাগ পেয়েছেন এবং অন্যান্য সহ-ভাগাভাগিকারীরা উক্ত বণ্টনে মামলার সম্পত্তিতে কিছুই পাননি, এই আপিলকারীরা কীভাবে বণ্টন করা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বলেননি। বিবাদী/আপিলকারীদের দাখিল করা লিখিত আবেদন এই দিকটিতে আনন্দের সাথে নীরব।

৭. আপিলকারী নং ২, ডিডব্লিউ১ হিসেবে শেখ কিবরিয়া তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে তিনি বলতে পারবেন না যে মামলার সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি কিনা। তিনি আরও বিরোধিতা করে বলেন যে আব্দুল হাই এবং তার তিন বোন, যথা জামিলা, রহিমা এবং রামিছার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ভাগাভাগি হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে রহিমা তার বাবা মহিরউদ্দিন শেখের মৃত্যুর আগে মারা গিয়েছিলেন। আরও মনে হচ্ছে যে বিবাদীরা

মামলার সম্পত্তি রহিমা বিবির মেয়ের কাছ থেকে এবং মাসকুরার মা তার পিতার মৃত্যুর পূর্বে মারা গেছেন বলে যুক্তি উপস্থাপন করেন। সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষার ভিত্তি হলো মহিরউদ্দিন শেখের উত্তরাধিকারী এবং আইনী প্রতিনিধিদের মধ্যে মৌখিকভাবে ভাগাভাগির আবেদন। কিন্তু তারা কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাদের দ্বারা বর্ণিত বন্টনের বিষয়ে কোনও দালিলিক প্রমাণও নেই, এবং সেই অনুযায়ী, আপিলকারী/আসামীরা যেমন অভিযোগ করেছেন তেমন মৌখিকভাবে ভাগাভাগি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায় না। সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০১ অনুসারে, বন্টন প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীর উপর ছিল এবং সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০৬ অনুসারে, বিবাদীদের উপরও দায়িত্ব ছিল যে তারা প্রমাণ করুন যে মামলার সম্পত্তির তাদের অংশের পৃথক দখল তাদের প্রত্যেককে তাদের অংশ অনুসারে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, তাদের কথা বাদ দিয়ে উক্ত তথ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাদী/আপিলাতরা উত্তরাধিকারী এবং মহিরউদ্দিন শেখের আইনী প্রতিনিধিদের মধ্যে মৌখিকভাবে ভাগাভাগি হয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনও দালিলিক প্রমাণ পেশ করেননি।

৮. স্বীকারযোগ্যভাবে, রেকর্ডে কোনও বিভাজন দলিল নেই বা কোনও বিভাজন নির্দেশ করে এমন কোনও লেখা নেই এবং এই পরিস্থিতিতে, বিবাদীদের এই যুক্তি প্রমাণ করার জন্য যে উভয় পক্ষের স্বার্থে পূর্বসূরিদের মধ্যে মৌখিক বিভাজন ছিল, বিবাদী/আপিলকারীরা প্রমাণের বোঝা বহন করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে মূল মালিকের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কখনও মৌখিক বিভাজন হয়েছিল অর্থাৎ, মহিরুদ্দিন শেখ।

৯. আমরা বিচারিক আদালত এবং প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্তে কোনও অসঙ্গতি খুঁজে পাই না। আপিলকারীরা

মহিরউদ্দিন শেখের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগাভাগির মাধ্যমে তাদের অধিকার তৈরির অভিযোগ রয়েছে। এটি স্বীকৃত অবস্থান যে মামলার পক্ষগুলি মহিরউদ্দিন শেখের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে তাদের অংশ গ্রহণ করেছিল। এটা বলা সত্য যে মৌখিক ভাগাভাগি আইনত বৈধ কিন্তু মৌখিক ভাগাভাগি আইনত জ্ঞাত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হওয়া উচিত এবং পক্ষগুলির আচরণ দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়। আপিলকারী/বিবাদীদের দ্বারা প্রমাণিত কোনও জোরালো প্রমাণ নেই যে মৌখিক ভাগাভাগি হয়েছিল এবং পক্ষগুলি দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়েছিল। কোনও প্রমাণের অভাবে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে আইনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

১০. উপরের আলোচনাগুলি থেকে, আমরা তাৎক্ষণিক আপিল বা আইনের উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের কোনও জড়িত থাকার কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। এইভাবে, আপিল খারিজ করা হয়।

১১. ফলস্বরূপ, সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলি, যদি থাকে, এগুলিও নিষ্পত্তি হিসাবে বাতিল করা হয়।

১২. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৩. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপিগুলি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্মতি সাপেক্ষে দলগুলোর কাছে উপলব্ধ করা হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal